গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী মকলেছুর রহমান মুকুল

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে তালিমুল কোরআন ইসলামী একাডেমি মাদ্রাসার সামনে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের সভাপতিত্বে এবং পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুল, সাবেক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মাস্টার সহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুলকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন,দলীয়ভাবে যে প্রার্থী দেয়া হয়েছে তাকে দলের এবং জনগণ কেউ চেনেনা বা তার সম্পর্কে জানেনা ভোটারটা। সেইজন্য উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে যে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে আমার পক্ষ থেকে নৈতিক সমর্থন থাকবে তার জন্য তবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলাপ করে আমি সরাসরি কাজ করবো কিনা সেটা তখন জানাবো। ইউনিয়ন পর্যায়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা প্রত্যেকে মকলেছুর রহমান মুকুল কে সমর্থন প্রদান করেন।

মেহেরপুর ২ আসনে মনোনয়ন পত্র জমাদান শুরু

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শরিক দল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটির কেন্দ্রীয় পলিট ব্যুরো সদস্য নুর আহম্মেদ বকুল গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে ভারপ্রাপ্ত সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে তার মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

অপর দিকে দুপুর ২ টার দিকে দলীয় মননোয়ন বঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধ মকবুল হোসেন।

নুর আহম্মেদ বকুল বলেন, আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। অসাংবিধানিক সামরিক শাসনে বাংলাদেশ আবারো পতিত হোক সেটা আমরা চাই না। নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই নির্বাচনকে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পাটি আমরা শরিক জোট। আমরা লড়াই করছি। আগামী নির্বাচন সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ হবে। জনগনের অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে আনান্দ ঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন হবে আমরা আশা করি।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিতদের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল

মান্নান

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে আওয়ামী লীগের একক স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণা করেছেন মনোনয়ন বঞ্চিত নেতারা। গতকাল বুধবার রাতে শহরের হোটেল বাজারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেন নেতারা।

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে প্রার্থী ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কামরুল হাসান চাদু, জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

এসময় প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, আমাদের ভোট নৌকার বিরুদ্ধে না আমাদের ভোট হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর এই ভোটে যদি আমরা জয়ী হয় তাহলে সেই ফসলটা শেখ হাসিনার গোড়ায় উঠবে।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী সকলেই যোগ্য নির্বাচন করার জন্য। তারা সকলেই গণমানুষের নেতা। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে। তারা সকলে মিলে যে উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়ে আমাকে বাছাই করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মুক্তি চাই। তারা শোষণ থেকে বাঁচতে চাই।

তিনি বলেন, আমি মান্নান, আমি ভোট করছি না, আপনারা করছেন ভোট। নারী, পুরুষ, শিশু কিশোর নির্বিশেষে সকলেই করছেন ভোট। আমি শুধু এমপি প্রার্থী না, আমি প্রতিবাদী প্রার্থী। আমি মানুষকে ভালবাসি, আমি মানুষের ভালোবাসা পেতে চাই মানুষকে ভালবাসা দিতে চাই।

ঘোষণাকালে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, যেই লোকটাকে আমরা কাছে পাবো,পাশে পাবো তৃণমূলের কথা শুনবে, তৃণমূলের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই আমরা বেঁছে নিয়েছি। ৭ ই জানুয়ারি আমরা সকলে মিলে প্রফেসর মান্নানকে বিজয়ী করবো।

প্রস্ঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর-১ আসনে

বর্তমান সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে মনোনয়ন প্রদান করেন। একই দিন সকালে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচন করে আসার সুযোগ নেই। বিরোধী প্রার্থীকে কেই কোন ধরণের হুমকি বা ঝামেলা করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি তিনি দলের কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হয়ে আসলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। এর পর থেকেই মনোনয়ন বঞ্চিতদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়।

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন বর্তমান সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনসহ ১৪ প্রার্থী। বাকি ১৩ প্রার্থী হলেন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, আব্দুল মান্নান (ছোট) অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভির রানা।

ঝিনাইদহবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন নৌকার মাঝি সমি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে আওয়ামীলীগ মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য ও নৌকার মাঝি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি এমপি ঝিনাইদহ-হরিণাকুন্ডু উপজেলাবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন।

আজ ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় ফিরবেন শুনে সকাল থেকে হাজার হাজার মোটরসাইকেল সুসজ্জিত গাড়ি বহরে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একত্রীত হতে থাকে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে। সেখান থেকে জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা হাটগোপালপুরে শোডাউন সহকারে গিয়ে অবস্থান নেয় নেতাকর্মীরা।

প্রথমে তিনি হাটগোপালপুর বাজারে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে আওয়ামীলীগ মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও নৌকার মাঝি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এমপি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিকাশ কুমার বিশ্বাস।

সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে হাজার হাজার মোটরসাইকেল শোডাউন সহকারে তিনি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, কৃষক লীগ, সেচ্ছাসেবকলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দদের সাথে নিয়ে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্টান্ডে অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগ, ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ নৌকার মাঝি এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি’কে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদাণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক অশোক ধর, হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হুসাইন, পৌর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান মাসুম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, জেলা যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকী, সদর উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহিম খলিল রাজা, এমপির পিএস রোকনুজ্জামান রিপনসহ নেতাকর্মীরা।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে চাই -ডা.নাজমুল হক সাগর

‘সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন পাওয়া একটি গুরুদায়িত্ব, যেটা দলের হাই কমান্ড থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। এজন্য আমি দলীয় সভানেত্রী ও দলের নীতি নির্ধারকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি প্রথমেই দল-মত নির্বিশেষে গাংনীর আপামর জনতা কে সাথে নিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চাই। এরপর দলের পক্ষ থেকে আমাকে

জনপ্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটাকে আমি দায়িত্ব হিসাবে নিয়ে আমি আমার সংসদীয় আসনে বেকারত্ব দূর করতে কাজ করতে চাই। আমার সংসদীয় আসন গাংনীতে শিক্ষিত বেকারের হার অনেক বেশি। শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান ও এ লক্ষ্যে তাদের স্কিল ডেভেলপ করার উদ্যোগ নেওয়াটাই হবে আমার প্রথম কাজ। এছাড়াও আমি যেহেতু একজন চিকিৎসক সেজন্য আমার সংসদীয় আসন গাংনীসহ সমগ্র মেহেরপুর জেলার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন নিয়েও কাজ করতে চাই। অবকাঠামোগত উন্নয়ন মেহেরপুরে যথেষ্ট হয়েছে।’

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ কথা বলেন ডা: এ এস এম নাজমুল হক সাগর।

ডাঃ এ. এস. এম. নাজমুল হক মেহেরপুর জেলার গাংনী মোহাম্মদপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ নূরুল হক সামরিক অফিসার ও সফল প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, গণপরিষদ সদস্য ও পরবর্তিতে সংসদ সদস্য ছিলেন।

তার মেজ বোন সেলিনা পারভীন ২০১৪ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি ছিলেন।

ডাঃ এ. এস. এম. নাজমুল হক শিক্ষা জীবনে তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৯২-৯৩ সালে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৪-৯৫ সালে সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি হিসেবে ১৯৯৫-৯৭ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সরকারি চাকরিজীবি হিসাবে তিনি ২৩ তম বিসিএস এর স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগদান করেন। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে ২০২০ সালে (চাকুরির মেয়াদ ছিল ২০৩২ সাল পর্যন্ত) সরকারি চাকুরী থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন।

ডঃ নাজমুল হক সাগর আরো বলেন,’ছোট বেলা থেকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠায় সকল শ্রেনীর মানুষের সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক আছে। তৃণমূল কর্মীদের সাথে আছে বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থাকার ফলে সকল শ্রেণীর মানুষ নির্দ্বিধায় আমার সাথে সকল বিষয়ে বিশ্বাসের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আমার

প্রত্যাশা

আমিও আমার বাবার মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে দলীয় সভানেত্রীকে মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনটি জন প্রতিনিধি হয়ে উপহার দিতে পারবো।

গাংনীতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. নাজমুল হক সাগরকে অভ্যর্থনা

মেহেরপুর ২ গাংনী আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ডাঃ নাজমুল হক সাগরকে বরণ করে নেন নেতাকর্মীরা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে গাংনীতে আসার পথে মেহেরপুর জেলার শেষ এরিয়া খলিসাকুন্ডী ব্রিজ থেকে তার নেতাকর্মীরা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নেন। ডাঃ সাগর গাংনীর মাটিতে নেমে মাটিতে সালাম করে তার নির্বাচনী যাত্রা শুরু করেন।

এ সময় ডাঃ সাগরকে বরণ করে নেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডঃ এ কে এম শফিকুল আলম, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ সহ আওয়ামী লীগ ও অংগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচছায় ডাঃ সাগরকে বরণ করে নেন।

ডাঃ সাগর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি সাবেক এমএলএ নুরুল হকের পুত্র।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বরণ

মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে অভ্যর্থনা দিয়েছেন নেতাকর্মীরা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে তিনি সড়ক পথে ঢাকা থেকে মেহেরপুরের সীমান্ত দরবেশপুর গ্রামে পৌছালে নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা সিক্ত করেন।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবুল বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলামসহ শত শত নেতাকর্মী শোডাউনের মাধ্যমে তাকে মেহেরপুরের বাসাতে নিয়ে আসেন।

এসময় ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রাপ্ত পতাকাবাহী গাড়ি নিয়ে তিনি ঢাকা থেকে মেহেরপুরে আসেন। পথিমধ্যে তিনি নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছার জবাব দেন এবং কয়েকটি স্থানে বক্তব্য প্রদান করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে এমপি টগরকে ফুলেল শুভেচ্ছা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থী ও নৌকার কান্ডারী হওয়ায় দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে এমপি হাজী আলী আজগার টগরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ৭ টায় আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা প্রেসক্লাবের

সভাপতি জাহিদুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল,সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন,সাবেক সাধারন সম্পাদক ওসমান আলী,তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম রয়েল।

এ সময় এমপি টগর সাংবাদিদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মারমারি মামলায় গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউল হক তবাকে একটি মারধরের মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরের তরে নিজ এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত রেজাউল হক তবা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে,আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা ওই সভায় রেজাউল হক তবা বক্তব্য রাখছিলেন।

এ বক্তব্য অপত্তিকর দাবী করে তা বন্ধ করতে বলেন পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু। একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে গালিগালি ও চেয়ার ছোড়াছুঁড়ি শুরু হয়। এসময় চেয়ারের আঘাতে পিন্টুর মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়। উপস্থিত নেতা-কর্মীরা পিন্টুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গতকাল সোমবার রাতেই পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতিকে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, সোমবার রাতে মারামারির ঘটনায় তোবারক হোসেন নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুপুরে চুয়াডাঙ্গা আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীনের পদত্যাগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুল আরেফিন।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এরআগে প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান রাখায় দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সম্মাননা লাভ করেন।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী দেয়নি। আসনটি এখনও ফাঁকা রাখা হয়েছে। ইনুকে ছাড় দেওয়ার জন্য আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। বিএনপি-জামায়াত না আসায় এবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ইনুকে ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে কামরুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এরপর বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা ছাড়াও জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কামারুল আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ

থেকে পদত্যাগ করে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নির্বাচন করব এবং এ নির্বাচনে জয়লাভও করব, ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘কুষ্টিয়া-২ আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। যদি আমাকে দল নৌকা দেয় তাহলে আমি দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করব। আর দল না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করব। আর সেজন্যই আজ পদত্যাগ করলাম। আমাদের দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হবে। তাই আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জনতার কাতারে চলে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই আসনে জাসদ নেতা ইনু সাহেব আওয়ামী লীগের ৮০ ভাগ ভোটের ওপর ভর করে বিগত তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছর উনার (ইনুর) ২০ ভাগ ভোট নিয়ে এবার নির্বাচন করতে হবে। তার সময় মিরপুর ভেড়ামারায় আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাই তাকে আর এমপি হিসেবে দেখতে চায় না। দুই উপজেলার নেতাকর্মীরা মুখিয়ে আছে আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের নেতা আমি, আমি জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই।’

গত তিনটি নির্বাচনে পর পর কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে তথ্যমন্ত্রী হন তিনি। পরপর তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা নিয়ে দলটির নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় নির্বাচিত হন ইনু।

মিরপুর ও ভেড়ামারায় কামারুল আরেফীনের বিশাল ভোট ব্যাংক রয়েছে। পরপর দুটি উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।